একটি ভাইরাস যখন সবাইকে শেখায় ভালোবাসতে

বাবাই আর টুকাই শেখে ভেদাভেদের ব্যাপারে, কোভিড-১৯ মহামারীর সময়

new concept
Centre for Development Communication

unicef
for every child

একটি ভাইরাস যখন সবাইকে শেখায় ভালোবাসতে

বাবাই আর টুকাই শেখে ভেদাভেদের ব্যাপারে,
কোভিড-১৯ মহামারীর সময়

‘একটি ভাইরাস যখন সবাইকে শেখায় ভালোবাসতে’ গল্পটি প্রস্তুত আর পরিকল্পনা করেছে New Concept Centre for Development Communication, UNICEF এর সাথে যৌথ উদ্যোগে।

এই প্রকাশনীটি হয়েছে Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) অধীনে। এই লাইসেন্স অনুযায়ী, এই কাজ যে কোনও ভাষায় অনুবাদ করা যায়, পুনর্গঠন করা যায় বা প্রয়োজনে সামান্য বদলানো যায়, যদি তা কোন অবাণিজ্যিক কাজের জন্য হয় এবং যথাযোগ্য ভাবে উদ্ধার্থ করা যায়।

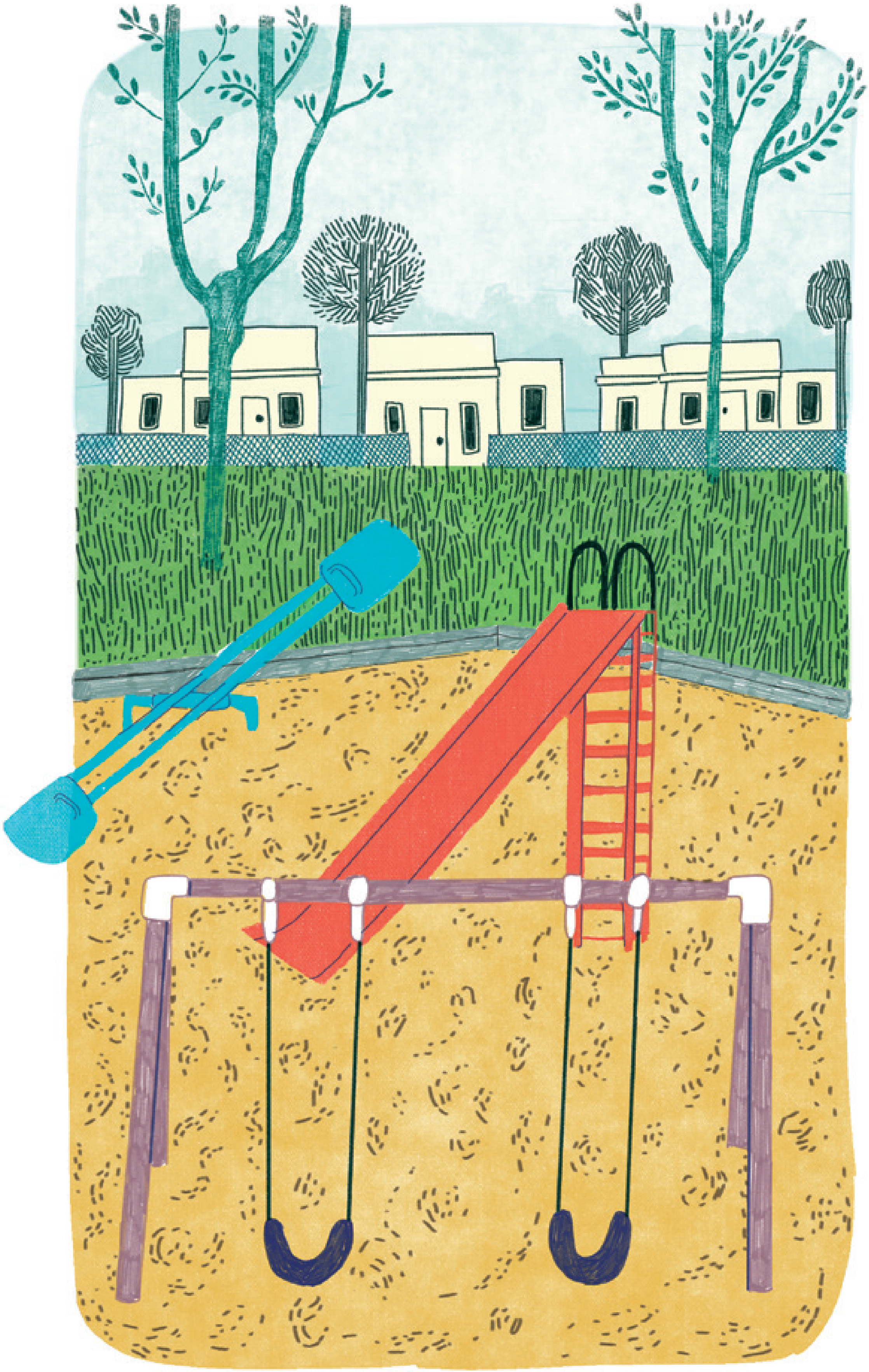

বাবাই আর টুকাই, দুজনের খুব বন্ধুত্ব। দুজনেই খুশিনগরে থাকে। এক স্কুল, এক খেলার মাঠ, সবই ছিল এক সাথে- একদিন আগে অবধি। হঠাৎ সব বদলে যায়! বড়োরা করোনা ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো, এর থেকে অসুখ হয় কি না। ভীষণ চিন্তায় সবাই. আর তার উপর বাবাই আর টুকাইকে বলা হল, বাড়ির ভেতরেই থাকতে। স্কুল যাওয়া বন্ধ হোল, এমনকি একসাথে খেলাও।

বাড়িত বসে বসে বিরক্ত হয়ে বাবাই মাঝে মাঝে ছাদে উঠে সামনের গাছের কাঠবিড়ালিদের খেলা দেখে, পাখিদের উড়তে দেখে। সামনের পার্কের দিকে চোখ গেলে মনে হয় যেন পার্কটাও ওদের মিস করছে। ফাঁকা পার্ক, কেউ নেই, বাবাইয়ের মনটা খুব খারাপ লাগে। টুকাইয়ের সাথে খেলার কথা মনে পড়ে যায়।

টুকাইয়ের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বাবাই দেখল যে টুকাই ওর মত ছাদে। একে অপরকে দেখে হাত নেড়ে হ্যালো বলল ওরা।

খানিকক্ষণ ছাদে থেকে ওরা নিচে বাড়িতে চলে আসে, নিজেদের খেলনা নিয়ে খেলতে থাকে। এক সাথে না খেলতে পারলেও, অন্তত দেখা তো হচ্ছে, ওরা তাতেই খুশি। এই ভাবেই বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেলো।

এক দিন, ছাদে গিয়ে বাবাই টুকাইকে ওর ছাদে দেখতে পেলো না। এর পর বেশ কিছুদিন টুকাই ছাদে এলো না। বাবাই ভাবতে লাগলো, 'কি হল টুকাইয়ের?' কয়েকদিন পর, হঠাৎ বাবাই আবার টুকাইকে ছাদে দেখতে পেলো। কতো হাত নাড়লো, ডাকল, কিন্তু টুকাইয়ের কোনো সাড়া নেই। চুপচাপ বসে রইল আর তারপর আস্তে আস্তে নিচে নিজের বাড়ি চলে গেল।

টুকাইয়ের ব্যবহারে বাবাই খুব অবাক হল। টুকাই তো এরকম ছিল না। খুব হাসিখুশি আর কথা বলতো টুকাই। বাবাই মনে মনে ভাবল, ‘না, নিশ্চয়ই কিছু গন্ডগোল আছে।’ ওর মনের কথা বাবাই নিচে গিয়ে ওর মিনু মাসিকে বলল, যাকে ও খুব ভালোবাসে। মাসিও শুনে অবাক, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলো টুকাইয়ের মা বাবাকে। ওদের উত্তর শুনে বাবাই আর ওর মাসির দুজনের মন খুব খারাপ হল।

টুকাইয়ের মা বাবা খবর দিল যে পাশের পাড়ায়, যেখানে টুকাইয়ের মামা থাকেন, সেখানকার খবর শুনে ওরা খুব চিন্তিত। টুকাইয়ের মামার কোভিড-১৯ ইনফেকশন ধরা পড়ছিল, যেটা করোনা ভাইরাস থেকে হয়। উনি তো প্রথমে কিছু বুঝতেই পারেননি। টুকাইয়ের মামা কোনো দূষিত জায়গা থেকে এই ইনফেকশনটা পায়, যেটা ওনার হাত বা মুখের মাধ্যমে শরীরের ভেতর প্রবেশ করে।

যেমন অন্যদের সাথে হয়, টুকাইয়ের মামারও প্রথম দিকে কোন লক্ষন দেখা দেয়নি। ধীরে ধীরে করোনা ভাইরাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে মানুষের শরীরেই এবং তার পর লক্ষন দেখা দেয়। ভাইরাসের সংখ্যা যখন বাড়ে. তখন প্রথমে কাশি ও জ্বর জ্বর ভাব হয়, এক এক সময় খুব বেড়ে গেলে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

টুকাইয়ের মামারও যখন কাশি আর জ্বর জ্বর ভাব হয়, উনি তখন নিজেকে বাড়ির এক ঘরে সীমিত রাখেন। বাড়ির বাকি লোকেদের থেকে আলাদা। এমনকি খাওয়াদাওয়াও একা করেন নিজের ঘরে।

কিন্তু যখন টুকাইয়ের মামার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো, তখন পরিবারের লোকজন ওনাকে কাছের হাসপাতালেই নিয়ে গেলো টেস্টিং-এর জন্য।

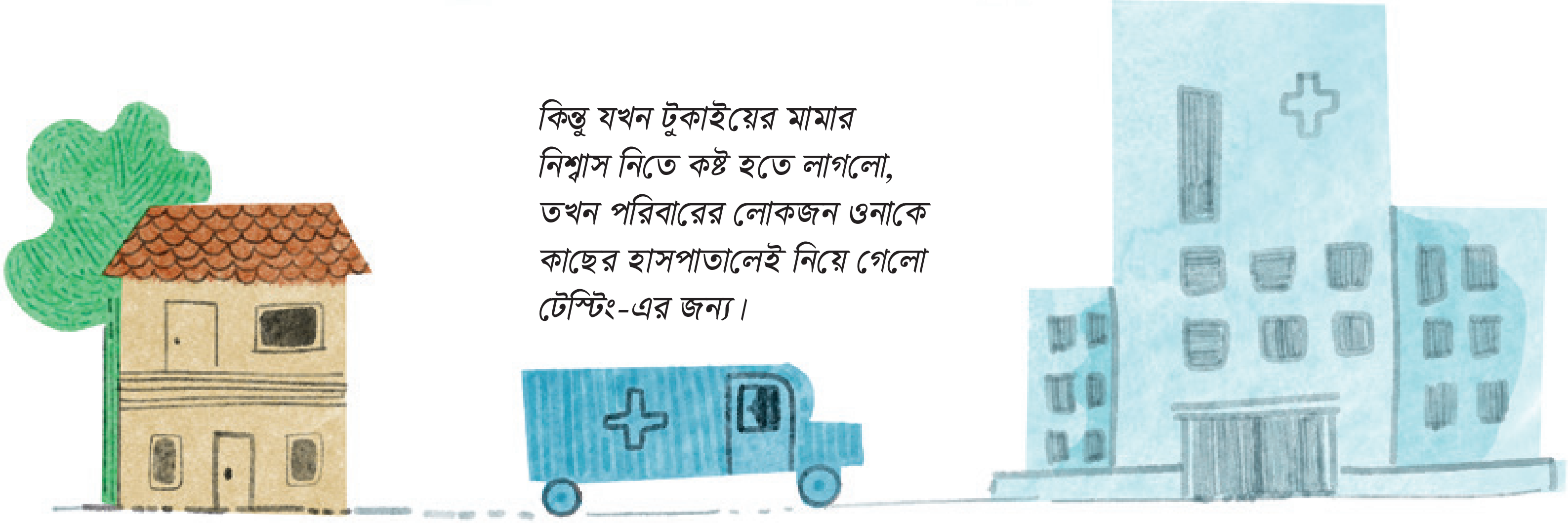

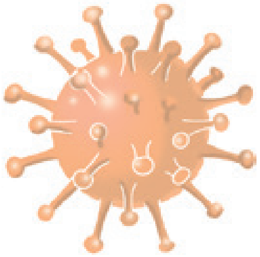

টেস্ট করে দেখা গেল যে টুকাইয়ের মামার করোনা ইনফেকশন হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ওর মামারবাড়ির সবাই এবং তাদের সাথে যাদের যোগাযোগ / কন্ট্যাক্ট হয়েছিল, তাদের সকলকে একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য নিজেদের বাড়ির থেকে বেরোতে বারণ করা হল। এদের সবাইয়ের বাড়ির বাইরে যাওয়া বা বাড়ির বাইরে থেকে কারোর আসা, নির্ধারিত সময়ের জন্য বন্ধ করতে বলা হল। গৃহবন্দি হওয়ার আগে এবং নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর, করোনা ভাইরাসের জন্য টেস্টিং করা হয় সবার। টেস্টিং করে আর কারোর মধ্যে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি।

টুকাইয়ের মামা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু ওনাদের আনন্দ আর খুশি বেশি দিন বজায় থাকলো না। আশে পাশের মানুষরা ওদের থেকে কেমন দূরে দূরে থাকতে লাগলো। প্রতিবেশীরা দেখলে দরজা বন্ধ করে দিতে লাগলো। ওদের কানে কথা এলো যে পাড়ার লোকেরা ওদেরকেই দোষ দিচ্ছে পাড়ায় করোনা ভাইরাস আনার এবং ছড়ানোর জন্য। এর মধ্যে একদিন যখন টুকাইয়ের মামা পাড়ার দোকানে গেলেন, যেখান থেকে ওনারা অনেক বছর জিনিস কিনতেন, সেখানকার দোকানদার ওনাকে বলে দিলো যে সে টুকাইয়ের মামাকে জিনিস দেবেনা আর উনি যেন দোকানে আর না আসেন।

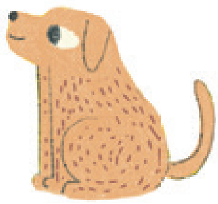

এই ঘটনার পর টুকাইয়ের মামা খুব ভেঙে পড়েন, খুব কষ্ট পান। টুকাইয়েরও এই ঘটনার কথা শুনে খুব খারাপ লাগে। করোনা ভাইরাস তো এমনিতেই মানুষের এতো ক্ষতি করছে, এর মধ্যে আবার প্রিয়জন, চেনা মানুষরা যদি খারাপ ব্যবহার করে, সেটা যেকোনো পরিবারের জন্য খুব কষ্টের।

বাবাইয়ের এইটা শুনে খুব দুঃখ হল আর টুকাইয়ের মামার পাড়ার মানুষদের উপর খুব রাগ হল। কিন্তু মিনু মাসি ওকে ঠান্ডা মাথায় বোঝালেন যে হয়তো টুকাইয়ের মামার পাড়ার লোকেদের সঠিক জানা নেই যে করোনা ভাইরাস কি বা এর থেকে কি হতে পারে। তাই তারা না জেনে বুঝে এই ভাবে ব্যবহার করছে। বাবাইয়ের মাথা একটু ঠান্ডা হল কিন্তু টুকাই আর ওর পরিবারের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল। মিনু মাসি হেসে বাবাইকে বললেন যে তার চিন্তার কোন কারণ নেই, কারণ মাসি নিজে গিয়ে এই সমস্যার সমাধান করবেন। এইটা শুনে বাবাই খুব খুশি হল কারণ ও জানত যে মাসি লোকাল স্কুলের অধ্যক্ষ এবং তার সাথে নানা সমাজ সেবার কাজে যুক্ত, তাই আশে পাশের লোকেরা ওনাকে খুব সম্মান করে। এইটা বাবাইয়ের কাছে খুব গর্বের বিষয়।

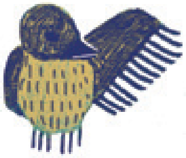

পরের দিন সকালে মিনু মাসি মুখে মাস্ক লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন টুকাইয়ের মামার পাড়ার উদ্দ্যেশে। পাড়ার লোকেরা ওনাকে চিনতো তাই উনি যেতে, ওনার সাথে সাথে, নিয়ম মেনে দূরত্ব রেখে, টুকাইয়ের মামার বাড়ি অবধি ওনারা এলেন। ওখানে পৌঁছে মাসি প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলতে লাগলেন।

মিনু মাসি ওনাদের বললেন, “আপনাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে কেউ নিজের থেকে করোনা ইনফেকশন বা অন্য কোন অসুখ নিজের শরীরে আনতে চায় না। এবং এটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে করোনা ভাইরাস যেকোনো মানুষের হতে পারে।”

উনি আরো বললেন,

এই ভাইরাসটা মানুষের মধ্যে অজান্তে আসতে পারে তাদের কাছে যাদের কোভিড ইনফেকশন হয়েছে। যখন আক্রান্ত মানুষ হাঁচে বা কাশে, একদম ছোট ছোট থুতুর বিন্দু কাছা কাছি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। অন্যরা যখন সেই জায়গা ছোঁয় তারপর নিজের চোখে মুখে নাকে হাত দেয়, তখন ভাইরাসটা তাদের শরীরে প্রবেশ করে।

হাসপাতালে চিকিৎসার শুরুতে এবং চিকিৎসার শেষে, পরীক্ষা করা হয় করোনা ভাইরাসের জন্য। ওনাদের তখনই বাড়িতে আসতে দেওয়া হয় যখন পরীক্ষাতে দেখা যায় যে ওনাদের শরীরে আর ভাইরাস নেই। এই সময় এই মানুষদের মধ্যে আর অন্য সুস্হ মানুষদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই আমাদের মধ্যে যারা আক্রান্ত হয়েছিল তাদের থেকে ভয়ের কিছু নেই, আর আমাদের তাদের সাথে মেলামেশা করতে অসুবিধা নেই চিকিৎসার পর।

মিনু মাসি আরো বললেন, "আপনারা জানেন কি হতে পারে যখন আমরা এই মানুষ, যারা চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি ?"

ওনার এই প্রশ্নের জবাব কোন প্রতিবেশী দিতে পারলেন না, তাই মিনু মাসি বলতে লাগলেন,

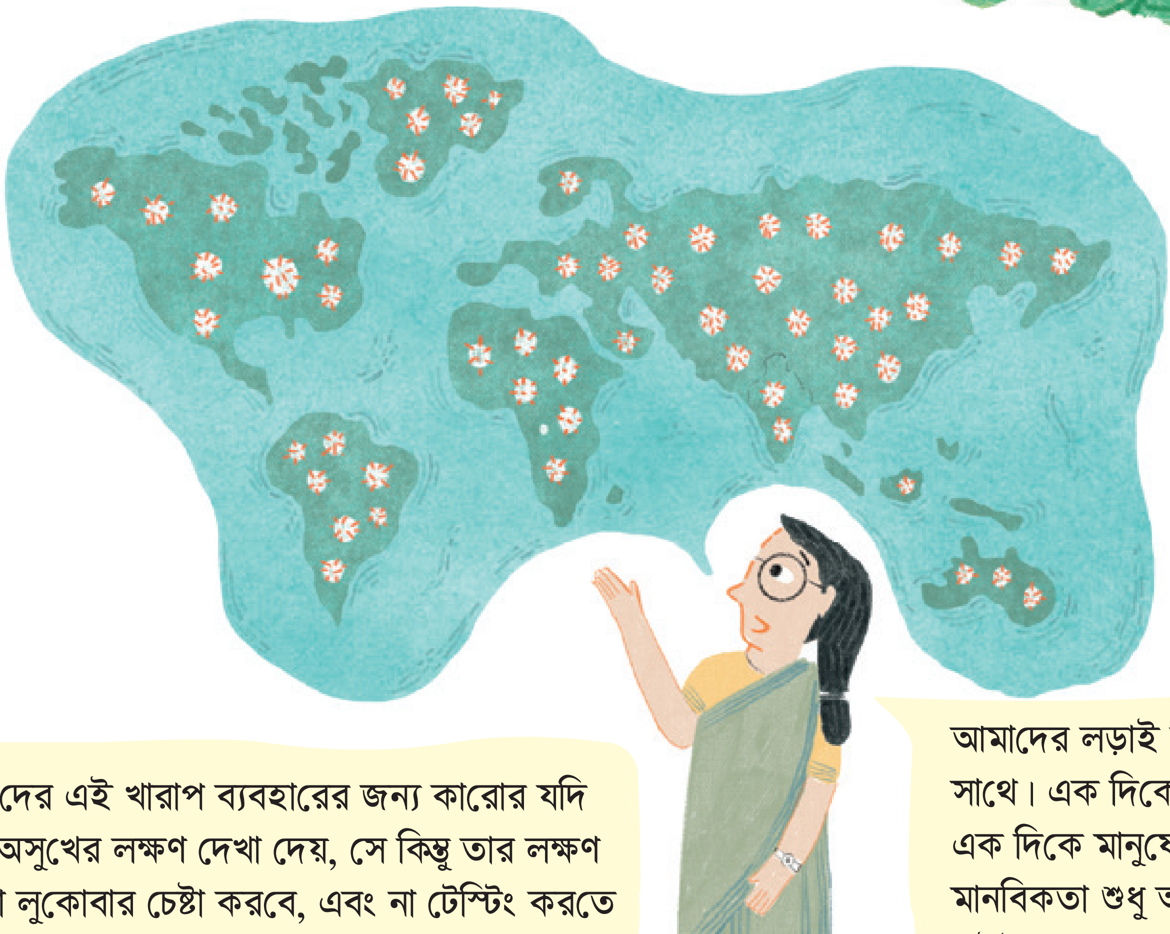

আমাদের এই খারাপ ব্যবহারের জন্য কারোর যদি এই অসুখের লক্ষণ দেখা দেয়, সে কিন্তু তার লক্ষণ গুলো লুকোবার চেষ্টা করবে, এবং না টেস্টিং করতে রাজি হবে, না চিকিৎসা। এরকম করলে আমরা কখনও জানতে পারবো না যে কার মধ্যে করোনা ভাইরাস আছে। এর ফলে করোনা ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

প্রতিবেশীরা মাসির কথা শুনে সবাই এক মত হয়ে ব্যাপারটা বুঝলেন। মিনু মাসি তখন বললেন,

আমাদের লড়াই করোনা ভাইরাসের সাথে। এক দিকে এই ভাইরাস আর এক দিকে মানুষের মানবিকতা। এই মানবিকতা শুধু আপনার আমার নয়, এইটা সবার জন্য- সব দেশের মানুষ, সব জাতি, সব প্রজাতির আর ধর্মের জন্য। আজ সবাই এই ভাইরাসের মুখোমুখি। সবার সামনে আছে এই বিপদ, তাই তো সব দেশ এক সাথে লড়ছে এর বিরুদ্ধে আর এর চিকিৎসা খুঁজছে।

মিনু মাসির এত কথা শুনে, প্রতিবেশীরা বুঝতে পারলেন উনি কি বলার চেষ্টা করছেন। ওনারা বুঝলেন যে তাদের ব্যবহার একদম ঠিক হয়নি। টুকাইয়ের মামার এক প্রতিবেশী কেঁদে বললেন, "আমাদের খুব বড় ভুল হয়ে গেছে! কাকু আর ওনার পরিবার আমাদের সব সময় সাহায্য করেছেন আমাদের প্রয়োজনে। আর আজ যখন ওনাদের আমাদের সাহায্য দরকার, আমরা এতো খারাপ ব্যবহার করলাম!" এই বলে প্রতিবেশী মামার পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইলেন। বাকি প্রতিবেশীরাও ওনাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন আর মিনু মাসিকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন ওনাদের জাগ্রত করার জন্য।

বাবাই এইসব খবর পেল ওর মাসির কাছ থেকে, উনি বাড়ি ফেরার পর। টুকাইও খবর পেল ওর মা বাবার কাছে। পরে বাবাইকে টুকাই ফোনে খুব উৎসাহিত হয়ে বলল যে,

আরে বাবাই, তোর
মাসি তো খুব ভালো,
একদম সুপারস্টার !

মিনু মাসি বাবাইয়ের কাছ থেকে এই কথা শুনে হাসলেন।

এর কিছু দিন পর, বাবাইয়ের বাড়িতে, সবার রাতের খাবার শেষের পরে, সবাই বেশ গল্প করছে, এমন সময় দরজার বেল বেজে উঠল। সবাই ভাবছে যে এতো রাতে আবার কে আসতে পারে। দরজা খুলতে দেখা গেল যে একজন মহিলা মাস্ক পরে দাঁড়িয়ে। মাস্ক খুলতেই সবাই অবাক হয়ে দেখল, এ তো সীমা মাসি!

সীমা মাসি মিনু মাসির খুব ভালো বন্ধু। কাছের এক শহরেই সীমা মাসির বাড়ি। এখানে খুশিনগরে একটা হাসপাতালে নার্সের চাকরি করেন উনি। খুশিনগরেই একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকেন। সবাই মিলে জিজ্ঞেস করল যে এতো রাতে উনি কেন বাড়ির বাইরে। খুব দুঃখের সাথে সীমা মাসি জানালো যে,

আমি ডিউটি থেকে প্রতিদিন যে সময় ফিরি, সেই সময় ফিরেছি। কিন্তু আমার বাড়ির মালিক আমায় বাড়ি ঢুকতে দিলেন না। আরেকজনও আমাকে ধমক দিয়ে চলে যেতে বলল। আমি অনেক বললাম যে এতো রাতে আমি কোথায় যাবো ? কিন্তু তবুও ওনারা আমার কথা শুনলেন না। তাই আমায় তোমাদের বাড়ি আসতে হল এতো রাতে।

বাবাইয়ের পরিবারের সবাই ওনাকে চিন্তা করতে বারণ করল। মিনু মাসি বললেন যে উনি বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলবেন পরের দিন। রাত্তিরটা সীমা মাসি বাবাইদের সাথেই থাকলো।

বাবাই সীমা মাসিকে খুব ভালোবাসে আর সীমা মাসিও বাবাইকে খুব পছন্দ করে। সীমা মাসির কাছেই তো বাবাই দাবা খেলতে শিখেছে। আর এই তো বাবাইয়ের জন্মদিনে সীমা মাসি কতো মিষ্টি নিয়ে এসেছিল আর তার উপর বাবাইয়ের জন্য একটা স্পেশাল গানও গেয়েছিল। বাবাইয়ের সীমা মাসিকে এতো কষ্ট পেতে দেখে খুব রাগ হচ্ছিল।

বাবাই টিভিতে দেখেছিল যে অনেক ডাক্তার, নার্স এবং সমাজের অন্য 'হিরোরা' যারা করোনা ভাইরাসের সাথে লড়াই করছে, তাদের সাথে অনেক মানুষ খুব খারাপ ব্যবহার করছে। নিয়ম অনুযায়ী, এই সব লোকেদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কমপ্লেন করা যেতে পারে। বাবাই চাইছিল যে ওর পরিবারের লোকজন সীমা মাসির বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে পুলিশে কমপ্লেন করতে। কিন্তু মিনু মাসি বাবাইকে বোঝালেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে, আর ও যেন এই সব নিয়ে চিন্তা না করে।

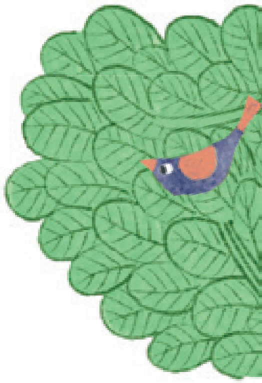

পরের দিন মিনু মাসি, সীমা মাসি ও আরও কয়েকজন মুখে মাস্ক লাগিয়ে, নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখে, গেলো সীমা মাসির বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলতে। প্রথমেই মিনু মাসি বাড়ির মালিককে খুব বকাবকি করলেন ওনার ব্যবহারের জন্য, তার পর খুব ঠান্ডা মাথায় বোঝালেন যে উনি যেটা করেছেন সেটা কেন ভুল। পরের দিন মিনু মাসি,

সীমার মতো মানুষ সাহায্য করছে সমাজে অসুস্থ মানুষদের, যারা করোনা ভাইরাসে ভুগছে, তাদের। ডাক্তার, নার্স, স্যানিটেশন কর্মী, সুইপার, পুলিশ এবং আরও অনেক হিরো তাদের নিয়ম অনুসারে তাদের ডিউটি পালন করছেন, এটা জেনেও যে তাদের যেকোনো সময় করোনা ভাইরাস হতে পারে। তাই তো এদেরকে আমরা “করোনা হিরো” র খেতাব দিচ্ছি। মানুষ কতো ভাবেই এদের উৎসাহ দিচ্ছে, কেউ প্রদীপ জ্বালিয়ে তো কেউ ঢাক ঢোল বাজিয়ে। আপনার তো গর্ব হওয়া উচিৎ যে আপনার বাড়িতে এরকম একজন ‘হিরো’ থাকে। তা না করে, ওনাকে আপনারা এতো বিরক্ত করছেন ! এটা কি ঠিক ?

মিনু মাসি আরও বলতে লাগলেন,
আপনি কি জানেন আপনি যা করছেন, করোনা হিরোদের নিজের কাজ থেকে আটকাচ্ছেন, এর জন্য আপনার আইনত শাস্তি হতে পারে ? সীমা যদি পুলিশকে কল করত গতকাল রাতে, পুলিশ কিন্তু আপনাকেই প্রশ্ন করতো। সীমা খুব ভাল মেয়ে তাই এতো রাতে কিছু না বলে চলে গেছে।

এতো কথা শুনে বাড়ির মালিক তার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। মিনু মাসির কাছে ক্ষমা চাইলেন। মিনু মাসি বলল, 'ক্ষমা চাইতে হলে সীমার কাছে চাওয়া উচিৎ।' এটা শুনে সীমা মাসি বলল,

বাবাই যখন এতো সব কান্ডর কথা জানতে পারলো, খুব খুশি হয়ে মিনু মাসিকে বলল,

কোভিড-১৯ সম্মন্ধে আরোও জানতে, যোগাযোগ করুন:

পরিবার ও স্বাস্থ্য কল্যাণ দপ্তর, ভারত সরকারের
২৮x৭ কন্ট্রোল রুম নম্বর ১০৭৫ (বিনামূল্যে) ০১১ ২৩৯৭৮০৪৬
Email at ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com

#TogetherAgainstCOVID19